আলমডাঙ্গায় ট্রাক্টর চালক ও মালিকদের উপজেলা চত্বরে অবস্থান

আলমডাঙ্গায় অবৈধ ভাবে মাটি কেটে ট্রাক্টরে বহন করে ইটভাটায় বিক্রির দায়ে দুই ট্রাক্টর মালিককে জরিমানা করার দুইদিন পর উপজেলার বেশকিছু ট্রাক্টর মালিকসহ চালকরা উপজেলা পরিষদের সামনে অবস্থান নিয়ে অবৈধ দাবী করেন।

আজ বুধবার দুপুর ৩ টার দিকে ১২/১৪ টা ট্রাক্টর চালক ও মালিকেরা ট্রাক্টর নিয়ে উপজেলা প্রাঙ্গণে অবস্থান নিয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানকালে ট্রাক্টর ভাংচুর বন্ধ ও জরিমানার বিষয়টি বিবেচনার দাবী জানান।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার বেলগাছি ইউনিয়নের কেদারনগর গ্রামে অবৈধভাবে মাটি কেটে ইটভাটায় বিক্রয়ের অভিযোগ ওঠে। এমন অভিযোগের ভিত্তিতে গত ২৯ জানুয়ারি সোমবার) বিকেলে উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) অভিযান পরিচালনা করেন।

এসময় অবৈধভাবে মাটি কেটে ইটভাটায় বহণের অভিযোগে দুই ট্রাক্টর চালককে ১৫ হাজার টাকা করে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করেন।

এদিকে, গত সোমবার দুপুরে দুই ট্রাক্টরে জরিমানা করায় ক্ষিপ্ত হয়ে আজ বুধবার ওই মাটি পরিবহণে নিয়োজিত আরও কয়েকটি ট্রাক্টর ড্রাইভার ও মালিকেরা উপজেলা চত্বরে অবস্থান নেন। তারা দাবী করেন যারা প্রকৃত পক্ষে মাটি কাটছে তাদের যেনো ধরা হয়। গরীব মানুষের গাড়ি গুলো না ভাঙ্গার জন্য দাবী করেন তারা

এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার স্নিদ্ধা দাস বলেন,তাদের কে বলা হয়েছে মোবাইল কোর্ট হলে গাড়ি রেখে পালিয়ে যাওয়া, মোবাইল কোর্টকে দীর্ঘক্ষণ ওয়েট করানো। দুই তিন ঘন্টা লোক খুঁজে পাওয়া যায় না। এগুলো করা যাবে না। যদি হয় তাহলে আমরা আইনানুগ ভাবে আরও কঠোর হবো। আইনের বাইরে যাওয়ার কারো সুযোগ নেই।

আলমডাঙ্গায় জমির মাটি কেটে ইটভাটায় বিক্রয়; দু’জনকে জরিমানা

আলমডাঙ্গায় ফসলি জমির মাটি কেটে ইটভাটায় বিক্রির দায়ে ২ জনকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

আজ সোমবার (২৯ জানুয়ারি) বিকেলে উপজেলার কেদারনগর মাঠে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সহকারী কমিশনার ভূমির নেতৃত্বে এ ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সুত্রে জানা যায়, আলমডাঙ্গার বেলগাছি ইউনিয়নের কেদারনগর গ্রামে মাঠে অবৈধভাবে ফসলি জমির মাটি কেটে ইটভাটায় বিত্রি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ ওঠে। অভিযোগের ভিত্তিতে সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রেজওয়ানা নাহিদ বিকেলে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান পরিচালনা করেন।

এ সময় মাটি বিক্রি ও বহন করার দায়ে স্থানীয় সরকার (ইউনিযন পরিষদ আইন ২০০৯ এর ৮৯ (২)ধারায় মাটি বয়ে নিয়ে যাওয়া গাড়ির চালক শিশির ও সাকিবকে ১৫ হাজার টাকা করে মোট ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা কালে সহযোগিতায় ছিলেন থানা পুলিশের একটি টিম।

আলমডাঙ্গায় সংসদ নির্বাচন

পরবর্ত্তী মতবিনিময় সভায় রাজ্জাক খান

আলমডাঙ্গায় দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের স্বতন্ত্র প্রার্থী আলহাজ্ব এম এ রাজ্জাক খান নির্বাচন পরবর্ত্তী নেতাকর্মিদের সাথে মতবিনিময় সভা করেছেন।

তিনি আজ শনিবার বিকেলে ওয়াপদা চত্বরের এ মতবিনিময় সভার আয়োজন করেন। মত বিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে আলহাজ্ব এম এ রাজ্জাক খান বলেন,আমি মাত্র ১৬ দিন নির্বাচন করে আপনাদের ভালবাসায় শিক্ত হয়েছি।

আজকে যারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন,তারা নির্বাচনে আমাকে জয়লাভ করার জন্য একাকার হয়ে কাজ করেছেন। অল্প দিনের মধ্যে আমি অনেকের নাম আয়ত্ব করেছি। আমি অনেকের নাম জানি,বহু নাম আমার মোবাইলে সেভ করা আছে। একটি একটি করে ফোন আসে, আমি তাদের সাথে কথা বলি। আমি মনে করি আমরা ভালোবাসায় আবদ্ধ হয়েছি। আমরা একটা প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছি। আমি যেটা দেখেছি, মানুষ কেঁদেছে,মানুষ বলেছে,ভোট দেবো কোথায়? একটা জায়গা পেয়েছি সেটা হলো ফ্রীজ। আমি আবেগে আপ্লুত হয়েছি। একটা ভাই জড়িয়ে ধরে বললো ভোটটা দিয়ে ফেলেছি, আমি বললাম কোথায় দিয়েছেন, তিনি বললেন ১৪ টি ভোট ফ্রীজে দিয়েছি। এভাবে এই নির্বাচনে আমার প্রতি মানুষ যে ভালোবাসা দেখিয়েছে তা কখনো ভূলে যাবার নয়। আমি আপনাদের এই ভালোবাসায় কৃতজ্ঞ।

তিনি বলেন,আগামীতে আমি নৌকার মনোনয়ন নিয়ে আবার ভোট করবো,আপনারা এভাবেই আমার সাথে থাকবেন। আমি চুয়াডাঙ্গার এই জনপদকে একটি শান্তি ও সমৃদ্ধির জনপদ হিসেবে গড়ে তুলবো। আর আমার কর্মিরা এখন থেকে উপজেলাসহ প্রতিটি নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করবে। আমরা সেভাবেই প্রস্তুতি গ্রহণ করছি।

আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদের সভাপতিত্বে সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক চেয়ারম্যান মনিরুজ্জামান, জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি রাশিদুজ্জামান দুদু, চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের সদস্য ও আলমডাঙ্গা উপজেলা মেম্বার এ্যাসোসিয়েসনের সভাপতি মঞ্জুর রহমান জান্টু, সাবেক আওয়ামীলীগ নেতা আবু তালেব, মেম্বার এ্যাসোসিয়েসনের

সম্পাদক লাল্টু রহমান মেম্বার, বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব সমসের মল্লিক, লিটন খান, ওলিউর রহমান খান।

যুবলীগ নেতা রেজাউল ইসলামের উপস্থাপনায় বক্তব্য রাখেন জাহাঙ্গীর খান, মহসীন আলী, আনিসুর রহমান, রনি আহম্মেদ, নুহ মেম্বার, আব্দুল মজিদ, মুস্কানিন মেম্বার, মানোয়ার হেসেন, নাসির মাষ্টার, লাভলু চৌধুরি, কৃষকলীগ নেতা আলতাব হোসেন, আতিয়ার রহমান, ইছাহাক মন্ডল, আকতারুল ইসলাম প্রমুখ।

আলমডাঙ্গায় কোটি টাকা নিয়ে লাপাত্তা কাঁচামাল ব্যবসায়ী মিজানুর

আলমডাঙ্গায় মিজানুর রহমান নামের এক কাঁচামাল ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে কোটি টাকা নিয়ে মালয়েশিয়ায় পাড়ি জমিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। তিনি ব্যবসায়ীক সূত্রে বিভিন্ন এনজিও ও ব্যক্তির নিকট থেকে এই টাকা নিয়েছিলেন। এ ঘটনায় সংবাদটি লেখাপর্যন্ত তাঁর বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করার প্রস্তুতি চলছিল।

অভিযুক্ত কাঁচামাল ব্যবসায়ী পৌর এলাকার গোবিন্দপুর গ্রামের আব্দুর রাজ্জাকের ছেলে। তাঁর গ্রামের বাড়ি উপজেলার নাগদাহ ইউনিয়নের ভেদামারী গ্রামে। তাঁর পৌরসভার তহবাজার এলাকার শেডে কাঁচামালের ব্যবসা রয়েছে। সম্প্রতি মিজানুর রহমান তাঁর ব্যবসায়ীক দোকান বন্ধ করে এনজিও ও ব্যবসায়ীকদের নিকট থেকে কোটি টাকা নিয়ে বিদেশ যাওয়ায় এলাকাজুড়ে চাঞ্চল্যকর সৃষ্টি হয়েছে।

স্থানীয়রা জানান, ‘মিজানুরের সঙ্গে অনেকের ব্যবসায়িক সম্পর্ক রয়েছে। তিনি কাঁচামালের ব্যবসা বাবদ ১০-১২ জনের নিকট থেকে প্রায় ৫০ লাখ টাকা ধার নিয়েছেন। এছাড়া বিভিন্ন এনজিওর মাধ্যমেও অর্ধ কোটি টাকা নিয়েছে বলেও জানাগেছে। মিজানুর কোটির উর্ধে টাকা নিয়ে লাপাত্তা হওয়ায় এক এনজিও তাঁর দোকান দখলে নিয়েছে। ধার বাবদ টাকা নেওয়া অনেকে হতাশা হয়ে পড়েছে।

মিজানুর রহমান ব্যবসায়ী রব আলীর নিকট থেকে সাড়ে ৯ লাখ, তোতা মিয়ার নিকট থেকে সাড়ে ৬ লাখ, পিঁয়াজ ব্যবসায়ী নজরুল ইসলামের নিকট থেকে ২ লাখ ৫০ হাজার, আরেক ব্যবসায়ী নুহু ২ লাখ ৫০ হাজার, মহন সর্দ্দারের নিকট থেকে ২ লাখ, রবির নিকট থেকে ১ লাখ ৩০ হাজার, কাঁচামাল ব্যবসায়ী আজিজুল হকের নিকট থেকে ১ লাখ ৭০ হাজার, ময়দার মিল মালিক বাবুর নিকট ২ লাখ ৮০ হাজার। এছাড়া স্থানীয় আশার আলো সহ বিভিন্ন এনজিওর মাধ্যমে প্রায় অর্ধ কোটি টাকা লোন নিয়েছে বলে ভুক্তভোগীরা জানান।

আলমডাঙ্গায় রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির উদ্যোগে কম্বল বিতরণ

বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি চুয়াডাঙ্গা ইউনিটির উদ্যোগে শীর্তাতদের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে।

আজ বুধবার বেলা সাড়ে ১১ টার দিকে আলমডাঙ্গায় এ কম্বল বিতরণ করা হয়। আলমডাঙ্গার ডাকবাংলো চত্বরে শতাধিক মানুষের মাঝে এ কম্বল বিতরণ করা হয়।

কম্বল বিতরণকালে উপস্থিত ছিলেন- রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি চুয়াডাঙ্গা ইউনিটির সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম সান, সদস্য এনটিভির চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রতিনিধি এ্যাডভোকেট রফিকুল ইসলাম,সদস্য চুয়াডাঙ্গা পৌর আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল কাদের, সদস্য হাবিবুল্লাহ জোয়ার্দ্দার ছটি,আজীবন সদস্য সিরাজুল ইসলাম,সদস্য মাহমুদুল কাউনাইনসহ আরও অনেকে।

আলমডাঙ্গায় দু’দিন ব্যাপী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মেলার উদ্বোধন

আলমডাঙ্গায় জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ উপলক্ষে দুই দিনব্যাপী ৪৫তম বিজ্ঞান মেলা উদ্বোধন ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

‘বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনে সমৃদ্ধি’এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে এবং জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের বাস্তবায়নে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় আজ বুধবার সকাল ১১ টায় উপজেলা পরিষদ মঞ্চে মেলার উদ্বোধন করেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আয়ুব হোসেন।

এবারের জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ মেলায় মোট ২৬ টি স্টল অংশগ্রহণ করে। মেলায় উপজেলার বিভিন্ন স্থান থেকে আগত স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা তাদের প্রকল্প, উদ্ভাবিত প্রযুক্তি, গবেষণা ও পণ্য প্রদর্শন করছেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আয়ুব হোসেন বলেন, ‘ দেশ মধ্যআয়ের মাধ্যমে স্মার্ট রুপে পরিণত হতে চলেছে। লেখাপড়ার পাশাপাশি সকল শিক্ষার্থীকে এখন গবেষণার জন্য পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে যা পূর্বে ছিল না। আমাদের প্রয়োজন গবেষকদের উৎসাহ ও প্রেরণা দেয়া।’

তিনি খুদে গবেষকদের উদ্দেশ করে বলেন, ‘আমাদের অনেক বিখ্যাত গবেষক প্রয়োজন এ দায়িত্ব তোমাদের হাতে রইল। তোমরাই পারবে আমাদের সংকল্পকে সার্থক করতে। এ দেশে অনেক অ-ব্যবহারিত সম্পদ রয়েছে। সেগুলো আগামিতে ব্যবহারের জন্য প্রযুক্তিগত যথাযথ আহরণ করে দেশের উন্নয়নে কাজে লাগাতে হবে।’

দু’দিন ব্যাপী জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেছেন উপজেলা পরিষদের নির্বাহী অফিসার স্নিগ্ধা দাস।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদের ভাইস

চেয়ারম্যান সালমুন আহম্মেদ ডন, সহকারী কমিশনার (ভূমি) রেজওয়ানা নাহিদ, প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তা আব্দুল্লাহীল কাফি, কৃষি কর্মকর্তা রেহানা পারভিন, উপজেলা সহকারী শিক্ষা অফিসার ও একাডেমিক সুপারভাইজার ইমরুল হক, ইন্সট্রাক্টর উপজেলা রিসোর্স সেন্টারের কর্মকর্তা সামীমা সুলতানা, বীরমুক্তিযোদ্ধা মইনুদ্দিন পারভেজ, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা এনামুল হক, থানার অফিসার ইনচার্জ ভারপ্রাপ্ত (ওসি) শেখ গণি মিয়া।

আলমডাঙ্গায় কৃষি প্রণোদনায় সরিষা চাষে ঝুঁকছে কৃষকেরা

আলমডাঙ্গা উপজেলার মাঠ এখন হলুদ রঙে রঙিন হয়ে উঠেছে। প্রকৃতি তার অপরূপে সেজেছে গ্রামীণ জনপদের মাঠ। হলুদ সরিষার খেত গুলো যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে। আমন ধান ওঠার পর হলদে খেতগুলোতে এখন মৌমাছির রাজত্ব। সেই ফুলে মুগ্ধ মৌমাছিরা গুঞ্জন তুলে ফুলে ফুলে পান করছে মধু। তবে হাসিমূখে আবাদি ফসল ঘরে তোলার প্রস্তুতি নিচ্ছে কৃষকেরা।

গত বছরের তুলনায় এবছর আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় সরিষা চাষে ভালো ফলন হয়েছে। কৃষকেরা খুশি থাকলেও বাজার দর নিয়ে কিছুটা শঙ্কিত রয়েছে। তারপরও ফসল ঘরে তোলার অপেক্ষায় রয়েছে গ্রামীণ জনপদের কৃষকেরা।

আলমডাঙ্গা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, উপজেলার ১৫ টি ইউনিয়ন ও পৌরসভার বিভিন্ন মাঠে আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় ও কৃষি বিভাগ প্রণোদনা দেওয়ায় এবার আবাদ বেশি হয়েছে। এবছর ২ হাজার ৪ শত ৭০ হেক্টর জমিতে সরিষা চাষের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে। তবে ইতিমধ্যে এই লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে ৩ হাজার হেক্টর জমিতে সরিষা চাষ হয়েছে।

ডাউকি ইউনিয়নের মাজু ব্লক সুপারভাইজার রফিকুল ইসলাম জানান, এই অঞ্চলে ২ শত ৫৬ হেক্টর জমিতে সরিষা চাষ হয়েছে। সরকারিভাবে কৃষি প্রণোদনার মাধ্যমে সরিষা চাষ বেড়েছে। এবছর সরকারিভাবে বিঘা

প্রতি জমিতে ১ কেজি সরিষা বীজের সাথে ১০ কেজি ডিএপি ও ১০ কেজি এমওপি সার প্রণোদনার মাধ্যমে দিয়েছে।
খাদেমপুর ইউনিয়নের বটিয়াপাড়া গ্রামের কৃষক আবুল হোসেন বলেন, উপজেলা কৃষি অধিদফতরের মাধ্যমে সরকারের পক্ষ থেকে তাঁদের সরিষার বীজ ও সার দেওয়া হয়েছে। এ কারণে এবার সরিষার ব্যাপক আবাদ হয়েছে। আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় সরিষা ফলন ভালো হয়েছে। সরিষা আবাদে কৃষি বিভাগের পক্ষ থেকে সব ধরনের সহযোগিতা করেছে। কোনো সমস্যা হলে উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের পরামর্শ নিচ্ছেন। কিছুদিনের মধ্যেই আবাদি সরিষা ঘরে তুলতে পারবো।

আলমডাঙ্গা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ রেহানা পারভিন জানান, সরকারের প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় এ বছর ১ হাজার ১শ ৫২ হেক্টর জমির কৃষকদের সার ও বীজ দেওয়া হয়েছে। ফলন ভালো পেতে তাঁরা নিয়মিত কৃষকদের পরামর্শ দিচ্ছেন। তাঁরা এ বছর লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি সরিষা পাবেন বলে আশা করছেন।

আলমডাঙ্গায় সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদকের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী পালন

আলমডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক আ ফ ম সিরাজ সামজির প্রথম মৃত্যু বার্ষিকী পালন করা হয়েছে।

আজ সোমবার আলমডাঙ্গা ফরিদপুর গ্রামে তার নিজস্ব প্রতিষ্টান দারুল কুরান নুরানী হাফেজিয়া কওমী মাদ্রাসা কক্ষে আলোচনা ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্টিত হয় ।

আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন আলমডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সভাপতি ওমর আলী মাষ্টার। বক্তব্য রাখেন সাহিত্য পরিষদের সহ-সভাপতি সহকারি অধ্যাপক আসিফ জাহান, সাহিত্য পরিষদের ভারপ্রপ্ত সাধারণ সম্পাদক সাংবাদিক খ.হামিদুল ইসলাম আজম, গাঙচিল সাহিত্য সাংস্কৃতিক পরিষদের সভাপতি জামিরুল ইসলাম, সম্পাদক কবি হাবিবুর

রহমান মজুমদার।

সাহিত্য পরিষদের সাংগাঠনিক সম্পাদক কবি গোলাম রহমান চৌধুরির উপস্থাপনায় বক্তব্য রাখেন মওঃ আতিকুর রহমান, মওঃ মনিরুজ্জামান, মওঃ শাহাবুদ্দিন সাবু, সহকারি অধ্যাপক আব্দুর রহিম, সিদ্দিকুর রহমান, কবি অহর আলী, নাহিদ হাসান, টিমুনি রহমান, অন্তর হাসানসহ মুসুল্লিগন।

বক্তাগন বলেন, কবি আ ফ ম সিরাজ সামজি একজন অভিজ্ঞ আপাদ মস্তক কবি ছিলেন, যিনি সব সময় দেশপ্রেমের কথা বলেছেন, মানুষের অধিকার পূরণ ও ন্যায্যতা নিশ্চিতের কথা বলেছেন, নিজ সম্প্রদায়ের মানুষের উন্নয়ন ও অগ্রগমনের কথা বলেছেন, কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার চর্চা করেননি কখনো। আ ফ ম সিরাজ সামজি ছিলেন একজন বহুমাত্রিক মানুষ।

আলমডাঙ্গার ৫টি প্রতিষ্ঠান মালিককে জরিমানা

আলমডাঙ্গায় ভ্রাম্যমাণ আদালত ৫টি দোকানে অভিযান চালিয়ে ৪০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে। নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সহকারী কমিশনার ভূমি রেজওয়ানা নাহিদের নেতৃত্বে আজ সোমবার দুপুরের দিকে এ ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত হয়।

এসময় চুয়াডাঙ্গার জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ পৃথক ভ্রাম্যমাণ অভিযান পরিচালনা করেন।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার চাল পট্টিতে উপজেলা সহকারী কমিশার (ভূমি) রেজওয়ানা নাহিদের নেতৃত্বে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান পরিচালিত হয়। দ্রব্য মূল্যের নিয়ন্ত্রণ ও ও অবৈধ মজুদ বন্ধে বাজার মনিটারিং কার্যক্রমের অংশ হিসেবে অভিযানে লক্ষী ভান্ডারের মালিক অসিত কুমারকে ৩০ হাজার টাকা, চাল ব্যবসায়ী আবদার আলী বিশ্বাসকে-৫ হাজার, রুবেল বিশ্বাসকে-৩ হাজার, আশরাফুল হককে - ১ হাজার, জাহিদুল ইসলামকে-১ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

উপজেলার ভারপ্রাপ্ত (ইউএনও) রেজওয়ানা নাহিদ বলেন, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি রোধ এবং অবৈধ মজুদ বন্ধে বাজার মনিটরিং কার্যক্রমের অংশ হিসেবে এ ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত হয়।

অন্যদিকে চুয়াডাঙ্গা জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সজল আহম্মেদ বলেন, চাল বাজারে অস্থিরতা ও অবৈধভাবে গোডাউন জাত বন্ধে বাজার মনিটরিং করা হয়। মেয়াদউত্তীর্ণ আটা, ভূসি বিক্রি ও মজুদের অভিযোগে ভ্রাম্যমাণ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

অভিযানকালে আরও উপস্থিত ছিলেন খাদ্য গুদাম রক্ষণ ভারপ্রাপ্ত (ওসি) এলএসডি আব্দুল আলিম ও পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর মারজাহান মোনায়েমসহ পুলিশের একটি দল অংশ নেন।

আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রেসক্লাব থেকে পদত্যাগ করলেন তানভির সোহেল

আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রেসক্লাব থেকে পদত্যাগ করেছেন সাংবাদিক তানভির সোহেল। তিনি আজ শুক্রবার রাতে প্রেসক্লাবের দপ্তর সম্পাদকসহ প্রাথমিক সদস্য পদ থেকে ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে পদত্যাগ করেছেন।

তিনি দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিন ও জাতীয় দৈনিক সমকালের আলমডাঙ্গা প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করছেন।

আলমডাঙ্গায় মূল ধারার যে ক’জন সাংবাদিক দীর্ঘদিন যাবত সক্রিয়ভাবে কাজ করছেন এর মধ্যে তিনি অন্যতম। আজ শুক্রবার তিনি তার পদত্যাগ পত্র সাংগঠনিক সম্পাদকের মাধ্যমে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করেন।